১৭

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 19 FEB 1997
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

ছাত্র দল ছাত্র ঐক্যের বিক্ষোভ কালো পতাকা প্রদর্শন

ভবিষ্যতে শেখ হাসিনাকে আর বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে দেয়া হবে না

—পিন্টু

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ গতকাল প্রধানমন্ত্রীর বাংলা একাডেমীতে গমন ও একুশে গ্রন্থ মেলা উদ্বোধনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল ও গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। ছাত্র দল প্রধানমন্ত্রীর আগমনের বিরুদ্ধে কালো পতাকা মিছিল বের করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন ও মধুর ক্যান্টিন এলাকা থেকে বের হবার সবগুলো রাস্তায় নিশ্ছিদ্র পুলিশী ব্যারিকেডের কারণে কালো পতাকা মিছিলটি কলাভবন এলাকা থেকে বাংলা একাডেমীর দিকে যেতে পারেনি। হাতে কালো পতাকা নিয়ে মুখে কালো মুখোশ পরিহিত ছাত্র রদল কর্মীদের মিছিলটি পুলিশী ব্যারিকেড অতিক্রম করতে

১১-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

ছাত্রদল-ছাত্র ঐক্যের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

না পেরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী ও ভাষা ইনস্টিটিউটের গেটে সমাবেশে মিলিত হয়। সেখানে ছাত্র দল নেতৃবৃন্দ শেখ হাসিনাকে খুনী, ফ্যাসিস্ট, স্বৈরাচারী প্রধানমন্ত্রী বলে উল্লেখ করে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বাংলা একাডেমীর বই মেলায় শেখ হাসিনার আগমন মহান একুশের চেতনাকে নস্যাৎ করেছে। সমাবেশে ছাত্র দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নাসিরুদ্দীন পিন্টু বলেন,

পুলিশ দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিবাদের পথ বন্ধ করতে তাদের ক্যাম্পাসে অবরুদ্ধ রেখে হাজার হাজার পুলিশের প্রহরায় শেখ হাসিনা বই মেলায় এসে প্রমাণ করলেন, তিনি জনগণের প্রধানমন্ত্রী নন। তিনি স্বৈরাচারী প্রধানমন্ত্রী। এই স্বৈরাচারী প্রধানমন্ত্রীকে ছাত্র সমাজ মেনে নেবে না। বাংলা একাডেমীতে তার এ আসাই শেষ আসা হবে। ভবিষ্যতে ছাত্র দল শেখ হাসিনাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর বরদাশত করবে না। আগামীতে আর প্রতিবাদ নয়, তাকে প্রতিরোধ করা হবে। তিনি এ সরকারের পতনের আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানান। মিছিল ও সমাবেশে ছাত্র দল কর্মীরা 'রক্তে ভেজা আঙ্গিনায় খুনী হাসিনার ঠাঁই নেই, শেখ হাসিনার গদিতে আগুন জ্বালো এক সাথে,শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে লড়াই হবে এক সাথে, হৈ হৈ রৈ রৈ- খুনী হাসিনা গেলো কই' ইত্যাদি শ্লোগান দেয়। সকাল সাড়ে ১০টায় মধুর ক্যান্টিন থেকে ছাত্র দল কর্মীরা কালো পতাকা হাতে নিয়ে মুখে কালো মুখোশ পরে একটি বিরাট মিছিল বের করে। মিছিলে বাংলা একাডেমীতে প্রধানমন্ত্রীর আগমনের প্রতিবাদ ও সরকারবিরোধী শ্লোগান সম্বলিত ফেস্টুন বহন করা হয়। মিছিল শুরুর আগেই সকাল থেকে বিপুল সংখ্যক পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ সংলগ্ন গেট, ভাষা ইনস্টিটিউটের গেট, কলা ভবনের দক্ষিণ গেটসহ কলা ভবন থেকে বেরিয়ে বাংলা একাডেমীর দিকে যাবার সব কয়টি পথে ব্যারিকেট দেয়। টিএসসি মোড়সহ সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়। ক্যাম্পাসে বিপুল সংখ্যায় সাদা পোশাকধারী গোয়েন্দা পুলিশের উপস্থিতি ছিল সবচেয়ে লক্ষ্যনীয়। এদের অনেককে হাতে অস্ত্র নিয়ে ছাত্র দলের মিছিল-সমাবেশের পাশে অবস্থান নিতে দেখা যায়। এদিকে, ছাত্র দলের মিছিলটি কলাভবন প্রদক্ষিণ করে প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের পাশের রাস্তা দিয়ে বাংলা একাডেমীর দিকে যেতে চাইলে পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে মিছিলে বাধা দেয়। বাধাপ্রাপ্ত হয়ে মিছিলটি লাইব্রেরীর সামনে দিয়ে হাকিম চত্বরে ভাষা ইনস্টিটিউট ও লাইব্রেরীর গেটে গিয়ে সেখানেও পুলিশী ব্যারিকেডের সম্মুখীন হয়। সেখানে লোহার গেট বন্ধ করে তার সামনে পুলিশ ব্যারিকেড দেয়। সেখানে পৌছে মিছিলকারী ছাত্র দল নেতাকর্মীরা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তারা পুলিশী ব্যারিকেড অতিক্রম করে সামনে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু তীব্র পুলিশী বাধার ফলে তারা এক পর্যায়ে মারমুখী হয়ে ওঠে। এ সময় ছাত্র দলের বিক্ষুব্ধ ছাত্রী কর্মীদের সাথে মহিলা পুলিশের তীব্র বাকবিতন্ডা হয় এবং পরস্পরের উপর চড়াও হবার উপক্রম হয়। এ সময় ছাত্র দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নাসিরুদ্দীন পিন্টু, সাধারণ সম্পাদক হাবিবুন্নবী সোহেল, বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহবায়ক নাসিরুদ্দীন অসীম, যুগ্ম আহবায়ক সেলিমুজ্জামান সেলিম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উত্তেজিত নেতা-কর্মীদের নিবৃত্ত করেন। পরে সেখানে ছাত্র দলের এক প্রতিবাদ-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। নাসিরুদ্দীন অসীমের সভাপতিত্বে সমাবেশে ছাত্র দল নেতা নাসিরুদ্দীন পিন্টু, হাবিবুন্নবী সোহেল, আবদুল খালেক, মঞ্জুর এলাহী, মোশারফ হোসেন, সাহাবুদ্দীন লাল্টু, বজলুল বাসিত আনজু, মনোয়ার হোসেন রানা, হেলেন জেরীন খান, সাইফুল আলম নীরব, মনির হোসেন, রেহানা আক্তার রানু, সেলিমুজ্জামান সেলিম, শামসুজ্জামান সুরুজ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। বক্তাগণ বলেন, শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন হবার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চর দখলের মত ছাত্র লীগ হল দখল করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সন্ত্রাসীদের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে। ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ফলাফল ছিনতাই করা হয়েছে, দেড়শ ছাত্র দল নেতাকর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। সরাদেশে ছাত্র দল নেতা-কর্মীদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন চালানো হচ্ছে। তারা বলেন, হত্যাকারী শেখ হাসিনার হাত রক্তাক্ত। তাই তাকে ছাত্র সমাজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা বলেন, ছাত্রদের মিছিলে বাধা দিয়ে সরকার ফ্যাসিস্ট আচরণ করেছে। এদিকে প্রধানমন্ত্রী এই মেলায় আসার প্রতিবাদে ছাত্র দলের মিছিলের পর গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্যও মঞ্জুর ক্যান্টিন থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলটি মসজিদ গেটে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে কলা ভবনের দক্ষিণ গেটে গিয়ে পুনরায় পুলিশী ব্যারিকেডের মুখে সমাবেশ করে। জিয়াউল হক জিয়া, নূরুল ইসলাম, সাইফুর রহমান, মাহবুবুল হক রিপন সমাবেশে বক্তব্যে ছাত্র সমাজের ১০ দফার ভিত্তিতে শিক্ষানীতি প্রণয়নের দাবী জানান।